লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসি এফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্ব নিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	০১	-	১টি	-	-	১টি	১৪.২৮%	-	-

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ১

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ: প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাব, কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন জনবল নিয়োগে বিলম্ব ইত্যাদি। (প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০৬ মাস মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে)।

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

	সমস্যা		**সুপারিশ**
৩.১	প্রকল্প বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে প্রচারনার অভাব	৩.১	সামাজিক নিরাপত্তামূলক এ ধরনের প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ নিতে হবে;
৩.২	কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন জনবল নিয়োগে বিলম্ব/নিয়োগ না করা;	৩.২	কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন জনবল যথাসময়ে নিয়োগ করতে হবে;
৩.৩	প্রকল্পের অডিট আপত্তি নিস্পত্তি না করা;	৩.৩	প্রকল্পের অডিট আপত্তি নিস্পত্তি করাতে হবে;

পলিসি এ্যাডভোকেসী এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম ফর চিলড্রেন(সংশোধিত)-শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬)

১.০ প্রকল্পের নাম : "পলিসি এ্যাডভোকেসী এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম ফর চিলড্রেন"-(সংশোধিত)"- কারিগরি সহায়তা প্রকল্প

২.০ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

৪.০ প্রকল্পের অবস্থান : সমগ্র বাংলাদেশ

৫.০ প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রকল্প ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	-	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মোট টাকা প্রঃ সাঃ					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১২৫০.১০ ৬৩.০০ ১১৮৭.১০	১২৫০.১০ ৬৩.০০ ১১৮৭.১০	৯২৮.৮৪ ২৫.৭৫ ৯০৩.০৯	০১ জানুয়ারি, ২০১৩ হতে ৩০ জুন, ২০১৬	০১ জানুয়ারি, ২০১৩ হতে ৩১ জানুয়ারি, ২০১৬	০৫ মে, ২০১৩ হতে ৩১ জানুয়ারি, ২০১৬	-	+১৪.২৮%

৬.০ অনুমোদিত আরটিপিপি অনুযায়ী অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি(PCR থেকে সংগৃহীত):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	টিপিপি অনুযায়ী অঙ্গসমূহ	একক	টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্র		প্রকৃত অর্জন		বিচুতির কারণ
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(ক)	**রাজস্ব**						
০১.	লিগ্যাল এক্সপার্ট	জনমাস	৭২	৪৮	-	-	নিয়োগ দেওয়া হয়নি
০২.	প্রোগ্রাম অফিসার	জনমাস	৫৭.৬০	৪৮	-	-	নিয়োগ দেওয়া হয়নি
০৩.	মনিটরিং, ইভ্যালুয়েশনে এ্যান্ড ডকুমেন্টেশন অফিসার	জনমাস	৫৭.৬০	-	-	-	নিয়োগ দেওয়া হয়নি
০৪.	ফিন্যান্স এ্যান্ড এ্যাডমিন এ্যাসিস্ট্যান্ট	জনমাস	৯.৬০	৪৮	৪.৪৩	১৭	-
০৫.	ম্যাসেঞ্জার	জনমাস	৫.৭৬	৪৮	৪.২	২৯	-
০৬.	গাড়ী চালক	জনমাস	৭.২০	৪৮	-	-	-
০৭.	জাতীয় পরামর্শক	জনমাস	-	-	২৫.২০	২১	ইউনিসেফ কর্তৃক নিয়োগকৃত
০৮.	অফিস ভাড়া	মাস	৪৮	৪৮	২৫.৭৫	৩৩	-
০৯.	গাড়ী ভাড়া	মাস	১০.২	১২	৪.২৫	৫	-
১০.	ফ্যাক্স মেশিন	-	২.২০	৩	-	-	ক্রয় করা হয়নি
১১.	পেট্রোল এবং লুইব্রিক্যান্ট	থোক	১০	-	-	-	প্রযোজ্য নয়
১২.	স্টেশনারীজ, স্টাম্প, সীল, মডেম, মোবাইল-ইন্টারনেট বিল এবং বিবিধ	থোক	১৫	১০০	১১.৭৩	৭৮.২০	ইউনিসেফ এর সম্মতিক্রমে সংগ্রহ করা হয়েছে

ক্রম	টিপিপি অনুযায়ী অঙ্গসমূহ	একক	টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্র		প্রকৃত অর্জন		বিচুতির কারণ
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(খ)	***লিগ্যাল এন্ড পলিসি রিফর্ম***						
০১.	শিশুদের অধিকার রক্ষার্থে শিশু সংক্রান্ত জাতীয় নীতি/বিধি নিয়মিত পরীক্ষা ও সংশোধনে নিয়োজিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা	-	৫	১০	-	-	কোন আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।
০২.	শিশু সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন, বিধিমালা ইত্যাদি পর্যালোচনা এবং বিদ্যমান আইন, বিধিমালা সংশোধন	-	১০	৪	৩.৯০	২	গ্যাপ পর্যালোচনা প্রতিবেদন পরীক্ষা করা হয়েছে এবং শিশুদের জন্য খসড়া ম্যানুয়েল প্রস্তুত করা হয়েছে
০৩.	নতুন আইন, বিধি-বিধানের উন্নয়ন এবং শিশু অধিকার সংক্রান্ত আইন বাংলায় প্রণয়ন	থোক	১০	২	৫.৩৭	২	শিশু আইন, ২০১৩ চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং শিশু নীতিমালা পর্যালোচনা করা হয়েছে।
০৪.	শিশুদের জন্য সুসংগঠিত আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রস্তাব/সুপারিশ সংগ্রহের জন্য সেমিনার এবং পরামর্শক সভার আয়োজন	-	১২	৪	৩.০২	৮	গ্যাপ পর্যালোচনার জন্য একাধিক সভা আয়োজন করা হয়েছে
(গ)	***ক্যাপ্যাসিটি বিল্ডিং ফর জজ, ম্যাজিস্ট্রেট এবং এলপিএডি অফিসার***						
০১.	প্রকল্প পরিকল্পনা এবং শিশু সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন, গবেষণা ইত্যাদির জন্য বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট, সমাজ সেবা কর্মকর্তা, পুলিশ এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি	৮৩	৩৩০	৮৩	৩১৬.১০	৪৫	ইউনিসেফ কর্তৃক নিযুক্ত আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চিলড্রেন লিগ্যাল সেন্টার (ইউকে) 'কোরাম' শিশু অধিকার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২১টি জেলায় সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার (বিচারক, ম্যাজিষ্ট্রেট, সমাজসেবা কর্মকর্তা, পুলিশ ও প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা) দের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সারদা পুলিশ একাডেমী ও ময়মনসিংহ বিভাগে ওয়ারিন্টেশন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়েছে।
(ঘ)	**রিসার্চ, মনিটরিং এবং ইভাল্যুয়েশন**						
০১	রিসার্চ,মনিটরিং এবং ইভাল্যুয়েশন	থোক	৪৩	-	২.১৮	১০	
(ঙ)	**মূলধন খাতঃ**						
০১.	লাইব্রেরী স্থাপন	থোক	২০	১	০.৬৯	১	কিছু আইনের বইসহ ১টি মিনি লাইব্রেরী স্থাপন করা হয়েছে
০২.	গাড়ী ক্রয়	-	৬৪	১	-	-	ক্রয় করা হয়নি
০৩.	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	-	১	১	০.৮০	১	-
০৪.	ফটোকপিয়ার	-	২.৫০	১	-	-	ক্রয় করা হয়নি
০৫.	আসবাবপত্র	-	১০	৫৬	৭.১	৫৬	-
০৬.	কম্পিউটার এবং বৈদ্যুতিক সামগ্রী	-	১০	১৮	১১.৬২	১৮	ইউনিসেফ কর্তৃক ক্রয়কৃত
০৭.	সিডি ভ্যাট/ট্যাক্স	থোক	১৫	-	-	-	প্রযোজ্য নয়
(চ)	***অন্যান্য***		**৪১২৪৪.**		**৫০২৫০.**		ইউনিসেফ কর্তৃক সরবরাহকৃত

ক্রম	টিপিপি অনুযায়ী অঙ্গসমূহ	একক	টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্র		প্রকৃত অর্জন		বিচুতির কারণ
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	সর্বমোট	**-**	**১২৫০.১০**	-	৯২৮.৮৪	-	**-**

৭.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন:

আলোচ্য প্রকল্পের প্রাপ্ত PCR হতে দেখা যায় যে, ২০১৩-২০১৪ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পটির অনুকূলে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে সর্বমোট বরাদ্দ ছিল ৮৯২.০০ (জিওবি-৭৮.০০ এবং প্রকল্প সাহায্য-৮১৪.০০) লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৯২৮.৮৪ লক্ষ (জিওবি-২৫.৭৫ এবং প্রকল্প সাহায্য-৯০৩.০৯) টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯২৮.৮৪ লক্ষ টাকা।

৮.০ প্রকল্পের উ দ্দেশ্য:

শিশুদের জন্য যুগোপযোগী নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন এবং এর কার্যকরী বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শিশু রক্ষার সংস্কৃতি গড়ে তোলা।

৮.১ প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে:

- শিশু অধিকার সংক্রান্ত সনদের আলোকে বাংলাদেশে শিশুদের জন্য সুসংগঠিত আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা এবং শিশু বান্ধব কিশোর বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;
- আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু এবং আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুসহ সকল শিশুর অধিকার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুদের রক্ষার জন্য সামাজিক বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ এবং এ সকল শিশুদের যথাযথ পথে পরিচালিত করার জন্য বিকল্প পন্থা গ্রহণ;
- গবেষণা ও শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

৯.০ প্রকল্পের অনুমোদন এবং ১টি সংশোধন:

পরিকল্পনা কমিশনের গত ০৬.০৫.২০১৩ তারিখে র ২০.২২২.০১৪.০০.০০০০.০০৪.২০১৩-১৪৭ সংখ্যক স্মারকমূলে ইউনিসেফ এর অনুদান সহায়তায় আলোচ্য "পলিসি এ্যাডভোকেসী এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম ফর চিলড্রেন"- শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৫০.১০ লক্ষ (জিওবি-৬৩ লক্ষ + প্রকল্প সাহায্য-১১৮৭.১০ লক্ষ) টাকায় ১লা জানুয়ারী, ২০১৩ হতে ৩০ জুন, ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প টির ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে বাস্তবায় ন মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৯.১ প্রকল্প টির মেয়াদ বৃদ্ধির কারনঃ

- প্রকল্পটি অনুমোদনে বিলম্ব হওয়ার কারনে এর কার্যক্রম মে, ২০১৩ হতে শুরু হয়;
- বিভিন্ন কারণে প্রকল্পের জনবল বিলম্বে নিয়োগ;
- প্রকল্পের আর্ন্তজাতিক পরামর্শক বিলম্বে নিয়োগ হওয়ার কার ণে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী যেমন-বিচারক, আইনজীবী, সমাজসেবা কর্মকর্তা, পুলিশ ও প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়নে বিলম্ব;
  - ইত্যাদি কারণে প্রকল্পটির মেয়াদ ০৬ মাস অর্থাৎ ৩১.১২.২০১৬ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়েছে-মর্মে PCR এ উল্লেখ রয়েছে।

১০. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবি ও মূল দপ্তর	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত)	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা	
				হ্যাঁ/না	প্রকল্প সংখ্যা
বেগম নাসরিন বেগম	অতিরিক্ত সচিব লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	০৯.০৫.২০১৩ হতে ৩১.১২.২০১৬ পর্যন্ত	অতিরিক্ত দায়িত্ব	না	-

১১. মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরন করা হয়েছেঃ

(ক) প্রকল্পটির টিপিপি/আরটিপিপি, বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) প্রকল্প দপ্তর হতে প্রাপ্ত PCR পর্যালোচনা;

(গ) PSC, PIC, DSPEC সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত সরোজমিনে পরিদর্শন;

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১২. প্রকল্পের জনবলঃ

আলোচ্য প্রকল্পে অনুমোদিত টিপিপি/আরটিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক, ২জন উপ-প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া, প্রকল্পের লিগ্যাল এক্সপার্ট, প্রোগ্রাম অফিসার এবং মনিটরিং, ইভ্যালুয়েশনে এ্যান্ড ডকুমেন্টেশন অফিসার এর ৩টি গুরুত্বপূর্ণ পদ শূণ্য ছিল। প্রকল্পে ফিন্যান্স এ্যান্ড এ্যাডমিন এ্যাসিস্ট্যান্ট জুলাই, ২০১৪ যোগদান করেন এবং মে, ২০১৫ তারিখে চাকুরি থেকে ছেড়ে যান। পরবর্তীতে এ পদে জুলাই, ২০১৫ একজনকে নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং তিনি জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে চাকুরি ছেড়ে যান - মর্মে PCR-এ উল্লেখ রয়েছে। অধিকন্তু জুলাই, ২০১৪ তারিখে একজন মেসেঞ্জার নিয়োগ করা হয় যিনি জানুয়ারী, ২০১৬ চাকরি ছেড়ে দেন। পরবর্তীতে ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ তারিখে অপর একজন ম্যাসেঞ্জারকে নিয়োগ প্রদান করা হয় যিনি ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত চাকরিতে বহাল ছিলেন।

১৩. প্রকল্পের বছরভিত্তিক বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত বরাদ্দ এবং অগ্রগতি			অবমুক্ত (টাকা)	প্রকল্প ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	রাজস্ব	প্রকল্প সাহায্য
২০১৩-১৪	১২৪	২৪	১০০	৬	১৬২.১০	৫.৯৪	১৫৬.১৬
২০১৪-১৫	১৭৭	২৭	১৫০	১২	১৪৮.৮৭	১০.১৯	১৩৮.৬৮
২০১৫-১৬	৩২৪	২৭	২৯৭	১২	১৯৭.০৭	৯.৬২	১৮৭.৪৫
২০১৬-১৭	২৬৭	-	২৬৭	-	৪২০.৮০	-	৪২০.৮০
সর্বমোট	**৮৯২**	**৭৮**	**৮১৪**	**৩০**	**৯২৮.৮৪**	**২৫.৭৫**	**৯০৩.০৯**

১৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

আলোচ্য "পলিসি এ্যাডভোকেসী এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম ফর চিলড্রেন"- শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি মূলত: ৪ (চার)টি অঙ্গে বিভক্ত ছিল। অঙ্গভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্র:নং	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী উদ্দেশ্যসমূহ	প্রকৃত অর্জন	বিচুতির কারণ (যদি থাকে)
১	২	৩	৪
(ক)	জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের আলোকে বাংলাদেশে শিশুদের জন্য একটি সুসংহত আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা এবং শিশু বান্ধব কিশোর বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;	জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের আলোকে শিশু বান্ধব কিশোর বিচার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করে শিশু আইন, ২০১৩ হালনাগাদ করা হয়েছে;	-
(খ)	আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু এবং আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুসহ সকল শিশুর অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;	বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে বিচারক, পুলিশ, সমাজসেবা প্রবেশন কর্মকর্তা, আইনজীবী, লেজিসলেটিভ এবং সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধিসহ সর্বমোট ৮০৪ জন্য স্টেকহোলডারদের কিশোর বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	-
(গ)	আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুদের রক্ষার জন্য সামাজিক বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ এবং এ সকল শিশুদের যথাযথ পথে পরিচালিত করার জন্য বিকল্প কর্মকৌশল গ্রহণ;	আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু এবং আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুসহ সকল শিশুর অধিকার রক্ষার কৌশল, শিশু আইন, ২০১৩ -তে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।	
(ঘ)	গবেষণা ও শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।	এ প্রকল্পের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান 'কোরাম' এর সহায়তায় তথ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা হয়েছে।	

১৫. অডিট সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ

প্রকল্পের কার্যক্রম চলাকালীন ২০১৪-২০১৫ সময়ের এক্সটার্নাল অডিট (External Audit) সম্পন্ন হয়। ০১.১২.২০১৬ তারিখে দাখিলকৃত উক্ত অডিট রিপোর্টে ০৩টি অডিট আপত্তি উত্থাপন করা হয়। প্রকল্প চলাকালীন উত্থাপিত সকল অডিট আপত্তি নিস্পত্তি হয়েছে মর্মে PCR-এ উল্লেখ রয়েছে।

১৬. সমাপ্ত প্রকল্প পরিদর্শনঃ

গত ০৩.১০.২০১৮ তারিখ আইএমই বিভাগের নিম্নস্বাক্ষরকারী [মো:বশীর আহাম্মেদ, সহকারী পরিচালক (সহকারী সচিব)] কর্তৃক আলোচ্য সমাপ্ত প্রকল্পটি সরোজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উপ-প্রকল্প পরিচালকগণ এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্মকর্তাদের সাথে প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতিসহ PCR এর বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রধান প্রধান কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১৬.১ প্রশিক্ষণ/ওরিন্টেশন কর্মসূচীঃ

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের আলোকে শিশু অধিকার সুসংহত এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ট্রেনিং ম্যানুয়াল প্রস্তুতের লক্ষ্যে ইউনিসেফ কর্তৃক নিযুক্ত আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চিলড্রেন লিগ্যাল সেন্টার (ইউকে) 'কোরাম' প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীর জন্য ম্যানুয়াল (ইংরেজী ও বাংলায়) প্রস্তুত করেছে। এর ভিত্তিতে বিচারক, আইনজীবী, সমাজসেবা কর্মকর্তা, পুলিশ, প্রশাসন এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তাসহ মোট ৮০৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলার শিশু আদালতের বিচারক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সমাজ সেবা কর্মকর্তা, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা এবং শিশু বিষয়ক মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবীদের সমন্বয়ে ২১টি জেলায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, সারদা পুলিশ একাডেমী এবং ময়মনসিংহ বিভাগের নেত্রোকোনা, জামালপুর এবং ময়মনসিংহ জেলায় ওরিন্টেশন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়েছে।

১৬.২ পরামর্শক সেবা (বৈদেশিক এবং স্থানীয়):

বৈদেশিক পরামর্শক সেবার আওতায় ২২.০৭.২০১৫ তারিখে আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান 'কোরাম' চিলড্রেন লিগ্যাল সেন্টার (ইউকে) এর সাথে ইউনিসেফের কার্যভিত্তিক ২৬৩ দিনের জন্য নিয়োগ করা হয়। কোরাম এর মাধ্যমে বিচারক, আইনজীবী, সমাজসেবা কর্মকর্তা, পুলিশ এবং প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের জন্য পৃথক পৃথক প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী করা হয়েছে। প্রকল্পের দাতা সংস্থা ইউনিসেফ কর্তৃক কার্যভিত্তিক একজন স্থানীয় পরার্শক নিয়োগ প্রদান করা হয়। প্রকল্পে থেকে এ পরামর্শক-কে কিছু assignments দেয়া হয়। তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই তা' সম্পন্ন করেন মর্মে PCR-এ উল্লেখ রয়েছে।

১৬.৩ মটর গাড়ী সংগ্রহঃ

প্রকল্পের অনুমোদিত মূল টিপিপি'তে গাড়ী সংগ্রহ খাতে ৬৪.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। দাখিলকৃত PCR হতে দেখা যায় যে, প্রকল্প থেকে কোন গাড়ী ক্রয় করা হয়নি। প্রকল্পের দাতা সংস্থা ইউনিসেফ এবং পিএসসি সভার সিদ্ধান্তক্রমে ০৫ (পাঁচ) মাসের জন্য একটি গাড়ী ভাড়া বাবদ ৪.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে মর্মে PCR-এ উল্লেখ রয়েছে।

১৬৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্যে অর্জিত না হলে তার কারণ/প্রকৃত অর্জনঃ

আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু অধিকার রক্ষায় নিয়োজিত সংক্রান্ত বিচারক, আইনজীবী, পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীগণ সুস্পষ্ট ধারনা পেয়েছেন। এতে করে বাংলোদেশের শিশু-কিশোর প্রকারান্তে লাভবান হয়েছেন মর্মে PCR-এ উল্লেখ রয়েছে।

১৭. সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

১৭.১ প্রকল্পটির মাধ্যমে শিশুদের জন্য যুগপযোগী নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন এবং এর কার্যকরী বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শিশু রক্ষার সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিশু আইন-২০১৩ যুগপযোগী, ম্যানুয়েল প্রণয়ন, সংশ্লিষ্ট স্টেকহোলডারদের প্রশিক্ষণ/ওয়ারিন্টেশন প্রোগ্রাম ইত্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্পের মাধ্যমে ডকুমেন্টারী ফ্লিম প্রদর্শণ, ডিজিটাল বোর্ড, ব্যানার, লিফলেট বিতরণসহ প্রিন্ট মিডিয়া/ইলেট্রনিক মিডিয়ায়ও প্রচার/প্রকাশ করা প্রয়োজন;

১৭.২ "পলিসি এ্যাডভোকেসী এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম ফর চিলড্রেন"- (সংশোধিত)"-শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি একটি সচেতনতা সৃষ্টি এবং গবেষণধর্মী/প্রশিক্ষণভিত্তিক প্রকল্প। প্রকল্পের অনুমোদতি আরটিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের লিগ্যাল এক্সপার্ট, প্রোগ্রাম অফিসার এবং মনিটরিং, ইভ্যালুয়েশনে এ্যান্ড ডকুমেন্টেশন অফিসার-এ ৩টি গুরুত্বপূর্ণ পদসহ অধিকাংশ পদই শূণ্য ছিল। এতে করে প্রকল্পের প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়নসহ

প্রকল্পটির লক্ষ্য অর্জনে বিঘ্ন ঘটছে মর্মে PCR-এ উল্লেখ রয়েছে । ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্পের কারিগরী/বিশেষজ্ঞ জনবল এবং পরামর্শক যথাসময়ে নিয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন;

১৭.৩ প্রকল্পের অনুমোদিত আরটিপিপি অনুযায়ী কারিগরী/বিশেষজ্ঞ জনবল এবং পরামর্শক নিয়োগ জনমাস ভিত্তিক সংস্থান ছিল। কিন্তু এ ধরনের জনবল প্যারফরম্যান্স ভিত্তিক নিয়োজিত করা হয়েছে। প্রকল্পের সকল কার্যক্রম প্রকল্প দলিলের অনুশাসন অনুযায়ী সম্পাদন করা বাঞ্চনীয়;

১৭.৪ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পটি অনুকূলে সর্বমোট ৯২৮.৮৪ লক্ষ (জিওবি-২৫.৭৫ লক্ষ + প্রকল্প সাহায্য-৯২৮.৮৪ লক্ষ) টাকা ব্যয় হয়েছে। এ ব্যয়ের উপর শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে PCR-এ উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু "বৈদেশি সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর" হতে কোন অডিট করা হয়নি, যা জরুরিভিত্তিতে সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

১৭.৫ প্রকেল্পের আওতায় ১টি মিনি লাইব্রেরী স্থাপন, ১টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ১টি ফটোকপিয়ার, ফার্নিচার, কম্পিউটার এবং কম্পিউটার এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে, যা বিধি মোতাবেক সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

১৮ . সুপারিশ:

(ক) প্রকল্পটির মাধ্যমে শিশুদের জন্য যুগপযোগী নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন এবং এর কার্যকরী বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শিশু রক্ষার সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিশু আইন-২০১৩ যুগপযোগী, ম্যানুয়েল প্রণয়ন, সংশ্লিষ্ট স্টেকহোলডারদের প্রশিক্ষণ/ওয়ারিন্টেশন প্রোগ্রাম ইত্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্পের মাধ্যমে ডকুমেন্টারী ফ্লিম প্রদর্শণ, ডিজিটাল বোর্ড, ব্যানার, লিফলেট বিতরণসহ প্রিন্ট মিডিয়া/ইলেট্রনিক মিডিয়ায়ও প্রচার/প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো (অনুচ্ছেদ-১৭.১);

(খ) "পলিসি এ্যাডভোকেসী এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম ফর চিলড্রেন"- (সংশোধিত)"-শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি একটি সচেতনতা সৃষ্টি এবং গবেষণধর্মী/প্রশিক্ষণভিত্তিক প্রকল্প। প্রকল্পের অনুমোদতি আরটিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের লিগ্যাল এক্সপার্ট, প্রোগ্রাম অফিসার এবং মনিটরিং, ইভ্যালুয়েশনে এ্যান্ড ডকুমেন্টেশন অফিসার-এ ৩টি গুরুত্বপূর্ণ পদসহ অধিকাংশ পদই শূণ্য ছিল। এতে করে প্রকল্পের প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়নসহ প্রকল্পটির সফলা অর্জনে বিঘ্ন ঘটছে। ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্পের কারিগরী/বিশেষজ্ঞ জনবল এবং পরামর্শক যথাসময়ে নিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হলো (অনুচ্ছেদ-১৭.২);

(গ) প্রকল্পের অনুমোদিত আরটিপিপি অনুযায়ী কারিগরী/বিশেষজ্ঞ জনবল এবং পরামর্শক নিয়োগ জনমাস ভিত্তিক সংস্থান ছিল। কিন্তু এ ধরনের জনবল প্যারফরম্যান্স ভিত্তিক নিয়োজিত করা হয়েছে। প্রকল্পের সকল কার্যক্রম প্রকল্প দলিলের অনুশাসন অনুযায়ী সম্পাদন করার জন্য অনুরোধ করা হলো (অনুচ্ছেদ-১৭.৩);

(ঘ) বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পটি অনুকূলে সর্বমোট ৯২৮.৮৪ লক্ষ (জিওবি-২৫.৭৫ লক্ষ + প্রকল্প সাহায্য-৯২৮.৮৪ লক্ষ) টাকা ব্যয় হয়েছে। এ ব্যয়ের উপর শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে PCR-এ উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বৈদেশি সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর হতে কোন অডিট করা হয়নি । "বৈদেশি সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর" কর্তৃক প্রকল্পের ব্যয়িত অর্থের জরুরিভিত্তিতে নিরীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হলো (অনুচ্ছেদ-১৭.৪);

(ঙ) প্রকেল্পের আওতায় ১টি মিনি লাইব্রেরী স্থাপন, ১টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ১টি ফটোকপিয়ার, ফার্নিচার, কম্পিউটার এবং কম্পিউটার এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে, যা বিধি মোতাবেক সংরক্ষণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো (অনুচ্ছেদ-১৭.৫);

(চ) বর্ণিত অনুচ্ছেদ ১৭-১৮ এর আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা আইএমই বিভাগ-কে ২(দুই)মাসের মধ্যে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।